দৈনিক ইনকিলাব

14

14 MAR 1998

তারিখ 14 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বিজনেস অ্যাডুকেশন

মোঃ আবদুল

মানুষের নিত্য চাহিদার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যবহারেরও পরিবর্তন ঘটছে। এই জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে মানুষের প্রধান চাহিদা শিক্ষা ব্যবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে।

সে সময় আজ অতীত হয়েছে। মাত্র একটি নখের দুরত্বের মধ্যেই শিক্ষার সব উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে বিশ্বব্যাপী মানুষের কর্মসংস্থানের ধারা পরিবর্তন হয়েছে। যে জাতি যত দ্রুত জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে তাদের পরিবর্তন করতে পারছে সে জাতি তত বেশী বেকারত্ব বিমোচন করতে পারছে।

আমাদের মত ৩য় বিশ্বের দেশগুলো তত দ্রুত শিক্ষার পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না বলেই পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থা ধরে রাখছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেকারত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্ব জুড়ে বিজনেস অ্যাডুকেশন (Business Education)-এর উপর অধিক কর্মসংস্থান হচ্ছে। বিজনেস অ্যাডুকেশনের উন্নয়নের পিছনে উন্নত বিশ্ব ছুটে চলছে। এক সময় উন্নত দেশগুলোর সর্বত্র টেকনিক্যাল অ্যাডুকেশনে পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমানে টেকনিক্যাল অ্যাডুকেশন সংকুচিত হচ্ছে। কারণ টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতির ডিজাইন, নির্মাণ, ব্যবহার সব কিছু কম্পিউটার যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কম্পিউটার যন্ত্র তৈরী করার কলাকৌশল টেকনিক্যাল অ্যাডুকেশন আর কম্পিউটার যন্ত্র পরিচালনা করা বিজনেস অ্যাডুকেশন। কম্পিউটার যন্ত্রটিও বর্তমানে কম্পিউটার যন্ত্র দ্বারা তৈরী হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, টেকনিক্যাল অ্যাডুকেশনের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসছে। যে কোন একটি কারখানায় কোন একটি যন্ত্র তৈরী করতে ইতিপূর্বে সারাক্ষণ একজন টেকনিশিয়ান দণ্ডায়মান অবস্থা থেকে উৎপাদন করতে হত। বর্তমানে কম্পিউটার নামের যন্ত্রটিকে যথাযথ ইন্সট্রাকশন দিয়ে দিলেই কাজটি চাহিদা অনুযায়ী তৈরী করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী স্থানে রেখে দিচ্ছে।

বাংলাদেশে সমগ্র কর্মসংস্থানের উপর "বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড" ১৯৯৪ সালে একটি জরিপ চালিয়েছিল। এই জরিপে দেখানো হয়েছে সমগ্র কর্মসংস্থানের ৩৯.২ ভাগ বিজনেস অ্যাডুকেশনে শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এতে করে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় আমাদের দেশেও বিজনেস অ্যাডুকেশনের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরকারী পর্যায়ে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়নি বলেই এই বিজনেস অ্যাডুকেশনকে শিক্ষা অধিদফতর ও বোর্ডগুলোর সাথে একটি করে সেল খুলে কাজ চালাতে হচ্ছে।

বাণিজ্যিক শিক্ষক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে কোন গবেষণা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৬টি সরকারী বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে বিদেশ থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়ে এনে দেশে ১৯৬৫ সালে বাণিজ্যিক শিক্ষাক্রমের অধীনে ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স (উচ্চ মাধ্যমিক সমমান) সার্টিফিকেট কোর্স শুরু হয়। বর্তমানে ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স-এর পরিবর্তে এইচএসসি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন হয়েছে। তখন থেকে জাতীয় পর্যায়ে বাণিজ্যিক শিক্ষার উপর একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ছিল।

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক শিক্ষার নাম পরিবর্তন করে "ব্যবসায়িক শিক্ষা" (বিজনেস অ্যাডুকেশন) নামে পরিচিতি লাভ করছে। কর্মমুখী শিক্ষা হিসাবে অন্যান্য শিক্ষার চেয়ে বিজনেস অ্যাডুকেশনের গুরুত্ব অনেক বেশী। নিম্নে প্রদত্ত প্রধান প্রধান শিক্ষার বিভাগগুলো থেকে ব্যবসায়িক শিক্ষা (Business Education)-এর উপর সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। প্রতিটি বিভাগের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক শাখা রয়েছে।

১। সাধারণ শিক্ষা (General Education)-এর মধ্যে প্রধান ৩টি বিভাগ

(ক) কলা বিভাগ (Arts).

(খ) বিজ্ঞান বিভাগ (Science).

(গ) বাণিজ্য বিভাগ (Commerce).

২। কারিগরি শিক্ষা (Technical Education)-এর মধ্যে প্রধান ৭টি বিভাগ।

(ক) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (Civil Engineering Technology).

(খ) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (Electrical Engineering Technology).

(গ) ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজী বিভাগ (Electronics Technology).

(ঘ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (Industrial Engineering Technology).

(ঙ) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (Mechanical Engineering Technology).

(চ) ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজী ডিপার্টমেন্ট (Engineering Technology Department).

(ছ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education)-এর মধ্যে অনেকগুলো ট্রেড রয়েছে।

৩। ব্যবসায়িক শিক্ষা (Business Education)-এর মধ্যে প্রধান ৫টি বিভাগ (Commercial Education)

(ক) কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস বিভাগ (Computer Applications).

(খ) সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স বিভাগ (Secretarial